ছবি ভিডিও ছবি

বাংলাদেশ

ছাত্ররাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস চাইলেন বুয়েট শিক্ষার্থীরা, উপাচার্যের প্রতি ‘আরজি’

প্রতিবেদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

By using this site, you agree to our Privacy Policy. OK

বুয়েটের ড. এম এ রশীদ প্রশাসনিক ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। ঢাকা, ১ এপ্রিল *ছবি: প্রথম আলো*

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) সব রাজনৈতিক সংগঠন ও এর কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণার 'জরুরি বিজ্ঞপ্তির' কার্যক্রম হাইকোর্ট স্থগিত করায় সেখানে ছাত্ররাজনীতিতে আর বাধা নেই। এর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বুয়েটের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আবারও ছাত্ররাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাসের আকাঙ্ক্ষার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

উপাচার্য সত্যপ্রসাদ মজুমদারের কাছে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের আরজি জানিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেছেন, 'বুয়েট প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি, এ বিষয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতামত বিচার বিভাগে যথাযথভাবে তুলে ধরা হোক।'

আজ সোমবার সন্ধ্যা ছয়টায় বুয়েটের ড. এম এ রশীদ প্রশাসনিক ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলন থেকে শিক্ষার্থীরা এ আরজি জানান।

ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা বুয়েট ক্যাম্পাসে গত বুধবার মধ্যরাতে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের প্রবেশের প্রতিবাদে টানা আন্দোলন করে আসছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল রোববার বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি চালুর দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে

By using this site, you agree to our Privacy Policy.

ছাত্রলীগ প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এরপর আজ এক ছাত্রলীগ নেতার রিটের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের সিদ্ধান্তে বুয়েটে আবার ছাত্ররাজনীতি চালু হতে যাচ্ছে ।

এমন প্রেক্ষাপটে আজ সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনকারীদের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান বুয়েটের তিন শিক্ষার্থী। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ‘আমরা বুয়েটের শিক্ষার্থীরা দেশের বিচারব্যবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান ও আস্থা রাখি। বুয়েট ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ২৭ মার্চ মধ্যরাতে ক্যাম্পাসে বহিরাগত রাজনীতিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আগমন এবং শোডাউনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিমালার লঙ্ঘন বলে মনে করে বুয়েটের সাধারণ শিক্ষার্থীরা।’

বুয়েট ক্যাম্পাসে সংবাদ সম্মেলন করেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। ঢাকা, ১ এপ্রিল *ছবি: প্রথম আলো*

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, ২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের পর ৯ অক্টোবর গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, বুয়েট যদি মনে করে, তারা ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করে দিতে পারে। এরই ফলে বুয়েটের সব শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বুয়েট প্রশাসন সব ধরনের সাংগঠনিক রাজনীতি ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ করে। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ‘আমরা বুয়েট প্রশাসনের কাছে দাবি রাখব যে এ বিষয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের

By using this site, you agree to our Privacy Policy.

ক্যাম্পাসে ছাত্ররাজনীতি না থাকার দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে বুয়েট শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধ ও অটল বলে মন্তব্য করা হয় লিখিত বক্তব্যে। আরও বলা হয়, 'যে ছাত্ররাজনীতি র‍্যাগিংয়ের সংস্কৃতিকে প্রশ্রয় দেয়, ক্ষমতার অপব্যবহারের পথ খুলে দেয়, যার বলি হতে হয় নিরীহ শিক্ষার্থীদের, তা আমাদের জন্য ভালো কিছু কখনোই বয়ে আনেনি, আনবেও না।'
ছাত্ররাজনীতিবিহীন বুয়েটের পরিবেশ সর্বোচ্চ নিরাপদ ও শিক্ষাবান্ধব ছিল উল্লেখ করে বলা হয়, 'মৌলবাদী শক্তিকেও আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দিতে পারি। দেশ-বিদেশের নানা প্রান্ত থেকে আমাদের বুয়েটের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাও ইতিমধ্যে আমাদের ক্যাম্পাস ছাত্ররাজনীতিমুক্ত রাখার মতামতের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে একাত্মতা পোষণ করছেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজ নিজ জায়গা থেকে তাঁরা আমাদের পক্ষে তাঁদের অবস্থান ব্যক্ত করছেন।'

বুয়েটের বর্তমান শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের প্রতি পূর্ণ ভরসা ও আস্থা রাখেন উল্লেখ করে বক্তব্যে বলা হয়, 'যেসব শিক্ষক আমাদের ক্লাস নিয়েছেন, আমরা গত চার বছরে এমনটা কখনো অনুভব করিনি যে তাঁরাও চান পুনরায় ছাত্ররাজনীতি প্রবেশ করে সেই অন্ধকার দিনগুলো ফিরে আসুক। আমরা বুয়েটের সব শিক্ষকের কাছে আরজি জানাচ্ছি, তাঁরা যেন এমন সংকটের মুহূর্তে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। আমরা উপাচার্য স্যারের ওপর আস্থা পোষণ করি। তাঁর সদিচ্ছা সব সময় আমাদের পক্ষে ছিল বলেই আমরা বিশ্বাস করি।'

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, 'আমরা উপাচার্য স্যারকে এই আরজি জানাচ্ছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষককে নিয়ে আপামর বুয়েট শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ছাত্ররাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাসের যে আকাঙ্ক্ষা, তা সব আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি যেন পূরণ করেন।'

এদিকে আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে বুয়েটে পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটি শুরু হচ্ছে বলে একাধিক শিক্ষার্থী জানিয়েছেন। তবে এর মধ্যে বুধবার বুয়েটের ১৮তম ব্যাচের পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৪ প্রথম আলো

By using this site, you agree to our Privacy Policy.